বুড়ো বয়সে পুণরায় গামা'র ইজ্জত হারানোর অবস্থা

কর্নফুলী প্রতিবেদন

সদ্য একত্রিত হওয়া একটি বঙ্গবন্ধু পরিষদ গত শনিবার বাংলাদেশের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৪তম নিহত-দিবস উপলক্ষে সিডনীতে একটি শোকসভার আয়োজন করেন। উক্ত সভায় তারা বাংলাদেশ থেকে একজন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতাকেও আমন্ত্রন করে আনেন। দেশ থেকে আগত অতিথি নেতা ডঃ মির্জা এম. এ জলিলের সামনে যথানিয়মে একের পর এক সকল লোকাল-নেতারা উক্ত শোকসভায় তাদের বক্তব্য রাখেন। সভা চলাকালীন এক পর্যায়ে সদ্য গজে ওঠা কিছু ছাত্রলীগ নেতা তাদের গুরুজনদের সাথে তর্কাতর্কিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের সময় এক পর্যায়ে সিডনীর একজন পদলোভী নির্লজ্জ সমাজসেবক ও বাংলাদেশী 'পেশাজীবি টেক্সিচালকদের জনক' বলে পরিচিত জনাব গামার উপরে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুত্র সমতুল্য ছাত্রলীগের উচ্ছৃঙ্খল যুবকরা পড়ন্ত বয়সী গামার বস্ত্রহরন করার জন্যে বহু চেষ্টা করে। উপস্থিত কয়েকজনের হস্তক্ষেপে অল্পের জন্যে গামা তার সম্ভ্রম রক্ষা করতে সক্ষম হন। নীতি নয় নেতৃত্ব নিয়েই সেদিন কোন্দলের সৃষ্টি হয়েছিল বলে একটি বিশ্বস্থ সুত্র কর্ণফুলীকে জানিয়েছে। বিমানবন্দর থেকে গলায় ফুলের মালা দিয়ে 'স্বাগতম, সু-স্বাগতম' বলে চুমা দিতে দিতে উক্ত অনুষ্ঠানে অতিথিকে এনে এরকম বিব্রতকর অবস্থায় ফেলবেন তা অতিথি নিজেই ভাবতে পারেননি। নিমন্ত্রন করে অতিথিকে ঘরে ডেকে এনে তার সামনেই আয়োজকরা মলত্যাগ করার মত অবস্থা করেছিল সেদিন। সিডনীতে এগুলো নুতন কোন ঘটনা নয়, অতিতে অনেকবার হয়েছিল এবং আগামীতেও হবে। কিন্তু বয়সের ভারে ন্যুজ পদলোভী এই নেতা গামা কি শেষাব্দি লাঞ্চিত হয়েই কবরে যাবেন? তিনি কি দলাদলির মত নোঙরামী থেকে কখনোই 'রিটায়ার' করবেন না? এটা এখন সকলেরই জিজ্ঞাস্য। অনেকে বলেন জীবিতাবস্থায় সাপ কখনো সোজা হয়না, সাপকে মেরেই একমাত্র সোজা সঠান করে মাটিতে শোয়ানো যায়। পেছন ঘুরে তাকালে দেখা যাবে, যে ছেলেগুলো গামাকে গত শনিবার ঐ শোকসভাতে 'তেড়ে মেরে ডান্ডা করে দিব ঠান্ডা' বলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঠিক এমনি বয়সে গামাও নাকি এরকম উদ্ধত ও বেয়াড়া ছিল। সিডনীতে এরকম অনেক অপবাদ গামার বিরুদ্ধে আছে। দুটি বঙ্গবন্ধু পরিষদ বর্হিদৃষ্টিতে আপাতত ঐক্যবদ্ধ হলেও ভেতরে তাদের এখনো বহু বিভেদ রয়ে গেছে বলে অনেকে মনে করেন। তা নাহলে সদ্য জোড়া লাগা উক্ত সংগঠনের কয়েকজন নেতা কেনইবা গামার এই লাঞ্চনায় আনন্দিত ও উৎফুল্ল হবেন, ঘন ঘন ফোন করে কর্ণফুলীকে ঘটনার বর্ণনা দিবেন!

ব্যক্তিগত বিরোধ, স্বার্থ-খেলাপ ও ঈর্ষার কারনে সিডনীস্থ 'নাই রোগী ডাক্তারের মত' সদস্যহীন এই বঙ্গবন্ধু পরিষদটি এখন ভেঙ্গে ভেঙ্গে চার টুকরা হয়ে আছে। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অভুথ্যান ও পাল্টা অভুথ্যানের মত আগেও অনেকবার এটি ভেঙ্গেছিল। হিসেব রাখার কেউ নেই, কেউ রাখতেও চায় না। এগুলো সমাজের 'ফালতু' বিষয় বলে সবাই মনে করেন। উক্ত সংগঠনগুলোর মুলত গঠনমুলক কোন কর্মসুচী নেই। একজনের বিরুদ্ধে আরেকজন চক্রান্ত করে দল ভাঙ্গা এবং তার কিছুদিন পর ঐ ভাঙ্গা দল দুটি পুনরায় একত্রিত করাই হচ্ছে এদের মুল কর্মসুচী। দলাদলির এ নোঙরামিগুলোতে আবার 'চীনা-জোঁক' এর মত লেগে আছে পরিচিতি বুভুক্ষ 'ডক্টরেট' পদবীধারী কিছু 'ভাড়ুয়া' ও নেড়ী-সারমেয়। সঠিক ব্যাকরণ ও উচ্চারনে এক লাইন ইংরেজী বলতে অক্ষম ডক্টোরেট নামধারী এই শিক্ষকগুলো যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কী পড়ায়, কা-কে পড়ায় সেটাই এখন অনেকের কাছে জিজ্ঞাস্য। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে সিডনীর বাংলাদেশী এ সকল তথাকথিত ডক্টরেট ও কমিউনিটির নেতাগুলোকে দেশে তাদের পাড়া পড়শীরাও ঠিক মত চেনেনা। ওদের নাম ও কর্মকান্ডের

সংগঠনের 'অলংকার' তাই আদর করে একজন দেশী ডক্টোরেটকে আঁকড়ে আছে বানররূপী ইজ্জতহীন এক নেতা

কথা শুনে দেশের অনেকে চোখ কপালে তুলে চিৎকার করে বলেন 'কস্ কি! ঐ ফকিরনীর পোলা সিডনীতে গিয়া নেতা হইয়া গেছে, ডাক্তর হইয়া গেছে! অর বাপতো গেরামে গেরামে ঘুইরা মিলাদ পড়াইয়া সংসার চালাইতো। আর ছোড় বইনডা তো এখনো গার্মেন্টসে কাম করে। বইন জামাইডা মালেয়শিয়ায় কামলা দিতে দিতে শেষ অইতাছে। দেশে থাকতে এই -ুদির ভায়ের -াল ফ্যালাইন্না মুরাদ আছিল না, এখন অষ্ট্রেলিয়াতে গিয়া নেতা অইছে আবার তার লগে ডাক্তর ও অইছে।'

হাতেগোনা গুটি কয়েক ব্যক্তির কারণে সিডনীতে বাংলাদেশীদের সামাজিক অবস্থা এখন বড়ই নাজুক। ঘুরেফিরে 'মার্কামারা' এ লোকগুলোই বিভিন্ন সংগঠনের নামে জনসমক্ষে বারবার উপস্থিত হচ্ছে। কুমীরের একটি ছানাকে ঘুরিয়ে সাতবার দেখানোর মত অবস্থা। একজন নারীর স্বার্থকতা হচ্ছে একজন পুরুষকে যৌনসুখে তৃপ্ত করা এবং বছর শেষে একটি সন্তান প্রসব করে তার মাতৃত্ব প্রমান করা। ব্যাঙের ছাতার মত যখন-তখন এবং যা-তা নাম নিয়ে গজে ওঠা সিডনীর বাংলাদেশী সংগঠনগুলোর অবস্থাও হয়েছে তাই। মাঝে মধ্যে এরা বিভিন্ন সভা-সমাবেশের নামে কিছু লোককে 'ভাত-খাওয়ানো'র দাওয়াত দিয়ে তৃপ্ত করে থাকে এবং বছরান্তে একবার একটি মেলা আয়োজন করে তাদের অস্তিত্ব প্রমান করতে চেষ্টা করে। মেলা প্রসবে কোন সংগঠন যদি ব্যার্থ হয় তবে সেই সংগঠন বন্ধ্যা। তৃতিয়শ্রেণীর বাংলাদেশীরা মনে করেন 'সংগঠন মানেই মেলা আর মেলা মানেই সংগঠন। বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ছাপানো ছবিগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে দাগী আসামীর মত নির্দিষ্ঠ কিছু বাংলাদেশী শুধুমাত্র একপেট ভাত খাওয়ার আশায় এ 'ছাগল নেতা'দের অখাদ্য বক্তব্যগুলো গিলতে সপরিবারে ছুটে যায়। সিডনীর এশ্রেণীর বাংলাদেশীরা কোন অবাঙালী রেঁস্তরায় বসে সপরিবারে একবেলা খেয়েছে কিনা কেউ জীবনে কোনদিন দেখেনি। কারণ ভাতের পয়সা বাঁচিয়ে ও পরিবারের ইজ্জত বন্ধক দিয়ে এরা বাড়ী কেনায় আগ্রহী। দেশী অনুষ্ঠানগুলোতে সপরিবারে বিনে পয়সায় খাওয়াটাই ওদের কাছে 'আউট ডাইনিং' বলে পরিচিত। এসকল অনুষ্ঠানে বক্তব্য না শুনেও উপায় নেই, কারণ 'বক্তব্য গেলার পর তবেই ভাত গিলতে দেয়া হবে' বলে আয়োজকরা বক্তব্য শেষ না হওয়াব্দি ভাতের হাঁড়ি লুকিয়ে রাখে। ক্যাম্বেলটাউনে সদ্য প্রতিষ্ঠিত সংগঠন 'বাংলাদেশী অষ্ট্রেলিয়ান ওয়েলফেয়ার সোসাইটি' ব্যাতীত আজ পর্যন্ত কোন সংগঠন সিডনীতে এর ব্যতিক্রম করেছেন এমন প্রমান নেই।

বঙ্গবন্ধু পরিষদের নাম নিয়ে যে কয়টি সংগঠন এখন সিডনীতে আছে তাদের সকলে মুলত ভিন্ন ভিন্ন নামে ডিপার্টমেন্ট অব ফেয়ার ট্রেডিং এর কাছে রেজিস্ট্রিকৃত। কেউ ইংরেজীতে নামের বানান বদলে অথবা কেউ নামটি একটু এধার ওধার করে তাদের সংগঠনটিকে নথিবদ্ধ করেছেন। ইংরেজীতে কেউ বঙ্গবন্ধু সোসাইট, কেউ বঙ্গবন্ধু এসোসিয়েশন, কেউ বঙ্গবন্ধু কাউন্সিল নামে নথিবদ্ধ হলেও বাংলা তর্জমাতে সকলে নিজেদেরকে 'বঙ্গবন্ধু পরিষদ' বলেই পরিচিত করতে মরিয়া। গত সপ্তাহে ফেয়ার ট্রেডিং অফিসে অনেক চেষ্টা করেও তাদের সিস্টেমে 'বঙ্গবন্ধু'র নামে নুতন কোন সংগঠনের নাম রেজিষ্ট্রি করার মত স্থান আর খালি নেই বলে একজন বঙ্গসন্তান কর্ণফুলীকে জানিয়েছেন। ফেয়ার ট্রেডিং এর একজন অফিসার শেষাব্দি উক্ত বাংলাদেশীকে অনুরোধ করলেন কোনভাবে যদি নামের বানানটি একটু বদলে দেয়া যায় তবেই তাদের সিস্টেম নামটি গ্রহন করতে পারবে। অনেক চেষ্টা করার পর বাংলায় অনভিজ্ঞ তাদের ইংরেজী সিষ্টেমে BHANGABANDUK PARISHAD (ভাঙ্গাবন্দুক পরিষদ) নামটি শেষাব্দি গ্রহন করেছে। কিন্তু নামের উচ্চারণটি উক্ত বঙ্গসন্তানের পছন্দ হয়নি বলে তিনি শেষাব্দি তা রেজিষ্ট্রি করা থেকে বিরত থাকেন।

মজার ব্যাপার হলো এসকল সংগঠনগুলো সুদীর্ঘ এত বছরেও সিডনীতে একটি নির্দিষ্ট অফিস কক্ষ এমনকি একটি টেলিফোন নাম্বারও সংগঠনের নামে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। তাহলে প্রশ্ন, "বাংলাদেশী এ সংগঠনগুলোর অফিস কোথায়, কিভাবে এদের দাপ্তরিক কাজ চলে?" সোজা সাপটা উত্তরটি আশাকরি সকলেই বিনা দ্বিধায় স্বীকার করবেন, "সংগঠনের অফিস ওদের যার যার পকেটে থাকে, আর কার্যক্রম চলে যে যখন নেতা তখন তার ডাইনিংরুম থেকে।" হায় দুর্ভাগা জাতি, তোমাদের তথাকথিত হতভাগা পিতা মরেই বেঁচে গেলেন, বেঁচে থাকলে হয়তবা তিনি নিজেই আত্মহত্যা করতেন।